The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 2 No.3 February, 2009 Page: 53-68, Published on December 2009 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা-পরিস্থিতি

নাহিদ ফেরদৌসী [১]

১. সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Bengali language has been declared as the state language of the Republic in Article 3 of the Constitution of Bangladesh. Bengali is our mother tongue and we have achieved this at the cost of much blood. Moreover Bangla Bhasha Procholon Ain (Bengali Language Implementation Act) was made in 1987 for ensuring compulsory use of Bengali in courts and offices of Bangladesh. In spite of these provisions, English is still used in the judicial system (Higher Courts) in Bangladesh. Often delivering of judgments in English creates various problems for poor and illiterate person. People in our country speak in Bengali. Language of courts should follow the language of the common people. An attempt has been made in this article to assess the status and the enforceability of Bengali language with historical background, limitations of bringing into practice and some necessary measures for effective use of Bengali language in the courts.

***Key words:** Bengali language, judgments in English, impact on the people*

১. ভূমিকা

আজকের আধুনিক বিশ্বে বিচার বিভাগ একটি জরুরি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে জনগণ আইনের সেবা ভোগ করে। ফলে রাষ্ট্রে নাগরিকের মৌলিক অধিকার অর্জিত হয় এবং সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঘটে। সেজন্য বিচার ব্যবস্থায় প্রচলিত ভাষার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। আদালতে বিচারের জন্য আবেদন করা থেকে শুরু করে

বিচারকের রায় দেওয়া এবং সেই রায় কার্যকর করা সব কিছুই ভাষার মাধ্যমে হয়। বিচারক, আবেদনকারী ও আসামির ভাষা পরস্পরের বোধগম্য না হলে সুবিচার নিশ্চিত হতে পারে না। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচলন নেই। নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার থাকলেও উচ্চ আদালতে আজও তার ব্যবহার পুরোপুরি সম্ভবপর হয়নি। উচ্চ আদালতে মামলার কার্যাবলি পরিচালনা ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও সেটি একটি দেশের দ্বিতীয় ভাষা হলে কখনও প্রথম ভাষার স্থান বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না (আনিসুজ্জামান, ২০০৮ : ১)। রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, আইন, শাসন ও বিচার-এই তিন বিভাগের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সচিবালয়সহ শাসন বিভাগের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, আইন বিভাগ অর্থাৎ জাতীয় সংসদের অধিবেশনসহ সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষাতেই হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে সুপ্রিম কোর্টসহ অনেক আদালতে আজও আদালতের একমাত্র ভাষা হিসেবে বাংলা প্রচলিত হয়নি (মুনীর, ২০০৬ : ১৮)। এর পিছনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলের বিচার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত সেই ধারাই অব্যাহত আছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হলেও বিচার ব্যবস্থা আশানুরূপ সময়োপযোগী হয়নি। অথচ বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত ও দরিদ্র হওয়ায় তাদের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে আদালত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যারা প্রকৃত ও প্রান্তিক বিচারপ্রার্থী তারা সকলেই বাংলাভাষী। এ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তাদের মামলার নথিপত্র ও রায় ইংরেজিতে লেখার কারণে বুঝতে না পারে, তবে আইনের সেবামূলক দিকটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে (আনিছুর, ২০০৩ : ২৮)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে, ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও সর্বত্র বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলা ভাষা প্রচলনের নৈতিক বাধা দূর করলেও মানসিকতা, আইন ও অনুশীলনগত কিছু প্রতিবন্ধকতা এখনো রয়ে গেছে। গত শতকের নব্বই দশকে উচ্চ আদালতের কতিপয় বিচারপতি বাংলায় রায় লেখার যে সূত্রপাত করেছিলেন তা আজও সর্বত্র অনুসৃত হতে পারেনি।

২. বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের ঐতিহাসিক চিত্র

বাংলা ভাষা সময়ের পরিবর্তনের সাথে বিকাশিত হয়েছে। মানুষের চিন্তা, চেতনা, চাহিদার উপর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাবের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থার ভাষা ব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতের তথা বাঙলার সর্ব প্রাচীন ভাষা ছিল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭-৩২৫-এ সেকান্দার শাহের সিন্ধু উপত্যকা

আক্রমণের সময়কালে গঙ্গা-ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাস শুরু। এই সুদীর্ঘ প্রায় আড়াই হাজার বছরে এদেশে তিনটি পরভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে- সংস্কৃত, ফার্সি এবং ইংরেজি। বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে বাংলাদেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল (নীহার, ১৪১২ : ৫৭৫)। হিন্দু আমলে বিচার ও রাজকাজে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং মুসলিম শাসনামলে ফার্সি ভাষার ব্যবহার হলেও পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ভারতের শাসকেরা সর্বপ্রথম বিচার ব্যবস্থায় ফার্সির পাশাপাশি বাংলা প্রচলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বলা যায় ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার প্রচলন শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও বিচার ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি (শামছুর, ১৯৯৭ : ১০)।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার ব্যবহারের দিকটিকে কয়েকটি শাসনামলে ভাগ করা যায়-

শাসনামল	সময়	বিচার ব্যবস্থা	ভাষা
ভারতে হিন্দু শাসনামল	খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত	বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি রাজ্যে সংশিষ্ট রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী	সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হতো
ভারতে মুসলিম শাসনামল	১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত	প্রত্যেক প্রদেশ, জেলা, পরগণা এবং গ্রামে পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল	ফার্সি ভাষা ব্যবহার করা হতো
ভারতে ব্রিটিশ শাসনামল	১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত	সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছিল	ফার্সির পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল
পাকিস্তান শাসনামল	১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত	সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছিল	বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বেশি ছিল
বাংলাদেশ শাসনামল	১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, দেওয়ানি, ফৌজদারি, শ্রম আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল প্রচলিত আছে	সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে ইংরেজি প্রচলিত। জেলা ও নিম্ন আদালতে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা প্রচলিত

এই আমলগুলো বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া হিন্দু আমলের বিচার ব্যবস্থার সবই মুসলিম আমলে গৃহীত হয়নি। আবার মুসলিম আমলের বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতেও সম্পূর্ন রূপে গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ব্রিটিশ ভারতে বিচার ব্যবস্থা পরবর্তী দুই আমল বাহিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যবস্থার সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। যেহেতু বেশিরভাগ আইন ব্রিটিশ ভারতে বিধিবদ্ধ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সংশোধিত আকারে বিদ্যমান, সেহেতু বিচার ব্যবস্থার ভাষাও পূর্ব ধারারই অনুবর্তনমাত্র।

২.১. ভারতে হিন্দু শাসনামল: বিচার ব্যবস্থার ভাষা

- হিন্দু যুগের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ১৬০০ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- প্রাচীন ভারত বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি রাজ্যে রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজার উপর অর্পিত ছিল।
- এ সময়ে বিচার ও রাজকাজে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হতো (Kulshreshtha, 1987: 4)।

২.২. ভারতে মুসলিম শাসনামল: বিচার ব্যবস্থার ভাষা

- ভারত উপমহাদেশে তুর্কি মুসলিমদের অভিযানে হিন্দু রাজারা পরাজিত হলে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।
- মুসলিম যুগের ব্যাপ্তি ছিল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
- সমগ্র মুসলিম যুগে সুলতানি ও মুঘল শাসন বলবৎ ছিল।
- মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনিক বিভক্তি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশ, জেলা, পরগণা এবং গ্রামে পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং রাজস্ব মামলার বিচার হতো (শফিকুর, ২০০৬ : ১১)।
- মুসলিম যুগে সুলতানি ও মুঘল উভয় শাসনামলে আদালতে ফার্সি ভাষা ব্যবহার করা হতো।
- ফার্সি ভাষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। শুধু রাজকর্ম ও বিচার কাজে জড়িত ব্যক্তিরা চাকরির জন্য এই ভাষা শিখত।

২.৩. ভারতে ব্রিটিশ শাসনামল: বিচার ব্যবস্থার ভাষা

ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

২.৩.১ সপ্তদশ শতক

ব্রিটিশ ভারতের শাসকেরা সর্বপ্রথম বিচার ব্যবস্থায় ফার্সির পাশাপাশি বাংলা ভাষা প্রচলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তা হলো-

- সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আইনের অনুবাদ করা হয়।
- ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর যখন নতুন করে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব আইন প্রণীত হয়, তখনই ফার্সি ও বাংলা ভাষায় এ সকল আইনের অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
- ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে এ দেশীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও প্রবিধানসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ছেপে প্রকাশ করার নিয়ম করা হয়েছিল (এবাদুল, ১৯৯৮ : ৯১)।

২.৩.২. অষ্টাদশ শতক

- ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকেই মিশনারিগণ বাংলা ভাষী অঞ্চলসমূহে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচার শুরু করে (আব্দুল্লাহ, ২০০৫ : ১২২)।
- বাংলা অঞ্চলসমূহে জেলা আদালতগুলোতে ফার্সির পরিবর্তে বাংলা ভাষা চালু করা হয়।

২.৩.৩. উনবিংশ শতক

- উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই আইন বিষয়ক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ শুরু হয় ।
- এ সময় বাংলা ভাষায় অনূদিত আইন বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় দেওয়ানি আদালতে ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়।
- ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারায় অধস্তন ফৌজদারি আদালতের ব্যবহার্য ভাষা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়।

২.৩.৪. ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার প্রচলন

- ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা করা হলেও আদালতে বাংলার প্রচলন অক্ষুণ্ন থেকে যায়।
- নিম্ন আদালতে আরজি, জবাব, দরখাস্ত ইত্যাদি বাংলায় লেখা হলেও সাক্ষীর জবানবন্দি ও আদালতের রায় ইংরেজি ভাষাতে লেখা হতো।
- সদর আদালত অর্থাৎ উচ্চ আদালতে মামলার সকল পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার হতো (এবাদুল, ১৯৯৮ : ২২০)।

২.৪. পাকিস্তান শাসনামল: বিচার ব্যবস্থার ভাষা

- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও বিচার ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। প্রত্যেক প্রদেশে বিচার ব্যবস্থার ভাষা ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যবহৃত ভাষার অনুরূপ ছিল।
- পাকিস্তানে ইংরেজি ভাষাতে আরজি জবাব টাইপ করে দাখিল করা হতো। বাংলা ভাষায় আরজি দরখাস্ত দ্রুত তৈরি করা যেত না বলে অনেকেই ইংরেজি ভাষা সহজ মনে করতো।
- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মফস্বল শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানীতে উন্নীত হওয়ার পরও ঢাকা নগরীর অধস্তনদেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতেও বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত থাকে বেশি (এবাদুল, ১৯৯৮ : ৩২৪)। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান অনুযায়ী দেশে একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে হাইকোর্ট ছিল। সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রায় দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। এসকল আদালতে ইংরেজি ভাষায় রায় দেওয়া হতো ।

২.৪.১. পাকিস্তান সাংবিধানে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী (৫৬.৪%) বাঙালির মাতৃভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে (৩.২৭% লোকের মাতৃভাষা) পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার হীন প্রচেষ্টা হতে থাকে (মাহবুবর, ২০০৬ : ৮৬)। ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ২১৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা"। সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও পরবর্তী ২০ বছর অফিসে ইংরেজি চালু রাখার বিধান থাকে (রেজোয়ান, ২০০৬ : ৩১৬)। আবার ১৯৬২ সনের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয়ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয়, এই অনুচ্ছেদ ইংরেজির ব্যবহারকে নিরোধ করবে না এবং ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতি দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি পরিত্যাগের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করবেন (হাবীবুর, ২০০৫ : দৈনিক প্রথম আলো)। ১৯৬৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় তৎকালীন আইন মহাবিদ্যালয়গুলোতে বাংলায় আইন শিক্ষা দেওয়ার পথ সুগম হয়। ফলে অধস্তন আদালতেও বাংলার ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে থাকে। এভাবে বাঙালিরা মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয় এবং পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে তিক্ততা সৃষ্টিতে ভাষা সমস্যা মূখ্য ভূমিকা পালন করে (আবদুল, ১৯৯১ : ৮৬)।

২.৫. স্বাধীন বাংলাদেশ: বিচার ব্যবস্থার ভাষা

১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। তবে যুদ্ধ পরবর্তী দেশে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপতির শতাধিক আদেশ ইংরেজি ভাষাতেই জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ব্রিটিশাসনামলে প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান আমলে প্রচলিত অধস্তন আদালতগুলির গঠন, এখতিয়ার ও ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি (শামছুর, ১৯৯৭ : ৩৩২)। বাংলাদেশের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতগুলির এখতিয়ার ও কার্যবিধি যথাক্রমে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (Mafizul, 2004 : 3)।

২.৫.১. স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার ব্যবহার

- স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সরকারি আদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হলেও বাংলা ভাষায় আইনের অনুবাদ না থাকায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের রায় ইংরেজি ভাষাতেই লেখা হতে থাকে।
- উচ্চ আদালতে প্রতীকী ব্যবহার হিসেবে দৈনিক শুনানির তালিকা বাংলায় প্রকাশ হতে থাকে। কারণ উচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার ছিল না।
- জেলা বা অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতগুলিতে বাংলা এবং ইংরেজি উভয়ই ভাষাই চলতে থাকে (শামছুর, ১৯৯৭ : ৬৮৯)।
- নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে।

বাংলাদেশে যে সকল আইনে বিচারব্যবস্থার ভাষা বিষয়ে বলা হয়েছে, তা হলো -

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৩ ও ১৫৩ (২) ও (৩)
২. বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭
৩. দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮, ধারা ১৩৭ ও ১৩৮
৪. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮, ধারা ২২১ (৬), ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬০(৩), ৩৬১(১), ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭২ এবং ৫৫৮

২.৫.১.১. সাংবিধানিক বিধান

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এটাই ছিল ১৯৫২ সালের শ্লোগান। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ চাই, এটাই ছিল দাবি। এই শ্লোগান এবং দাবি স্বীকৃতি পেয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সংবিধানের ১৫৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠের সাথে বাংলা পাঠের বিরোধ হবে, সেক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। এছাড়া সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করতে ৭ (২) অনুচ্ছেদে আরো বলা

হয়েছে, জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন। যদি এই সংবিধানের সাথে কোনো আইন অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষায় প্রণীত হয়েছে এবং ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠেরও বিধান আছে। কিন্তু ইংরেজি পাঠটি বাংলা ভাষায় রচিত পাঠটি থেকে প্রাধান্য পায়নি।

সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর এসব নির্দেশ সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগের জন্য কাজ চলতে থাকে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিষয় বাদ দিয়ে প্রায় সকল বিষয়ে বাংলা ভাষা চালু হয়। সরকারি-বেসরকারি অফিসেও প্রায় সব কাজ-কর্ম বাংলা ভাষায় শুরু হয়। চিকিৎসা প্রকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাবে অবশ্য আশানুরূপ বাংলা চালু হয়নি। সরকারি আদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহাররের প্রেরণা শুরু হলেও বংলায় পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাবে এবং আরো কতিপয় কারণে উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা চলতে থাকে। কিন্তু নিম্ন আদালতে প্রধানত বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হতে থাকে (Latifur, 2005 : 11)।

২.৫.১.২. বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭

বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সাংবিধানিক বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ৩ ধারায় আইনটির প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লেখা হবে। যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহলে সেটি বে-আইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। আর যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এ আইন অমান্য করেন, তাহলে সে কাজের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচরণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

এছাড়া ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো বিধি প্রণয়ন করেনি। সে কারণে আমাদের দেশে এ আইন প্রর্বতনের পরও বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার ব্যবহারের পাশাপাশি ইংরেজির ব্যবহার প্রচলন রয়েছে।

বস্তুত এ আইন পাস ও প্রচলনের পর সকল আইন অধ্যাদেশ, বিধি বিধান ও প্রজ্ঞাপন প্রভৃতিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে এখনও উচ্চআদালতে আরজি, জবাব, দরখাস্ত ইত্যাদিতে ইংরেজির ব্যবহার অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই আইনে 'অন্য আইনে

যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' এমন নির্দেশনা না থাকায় আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি।

২.৫.১.৩. দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় অধস্তন আদালতের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত সরকার অন্য কোনো নির্দেশ প্রদান না করে সে পর্যন্ত হাইকোর্টের অধীনস্থ যে আদালতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, সে আদালতে সেই ভাষাই প্রচলিত থাকবে।

এছাড়া দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৮ ধারায় সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোনো বিচারক যদি উপযুক্ত কারণে উক্ত নির্দেশ পালন করতে না পারেন, তবে তিনি সে কারণ লিপিবদ্ধ করে আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করাবেন।

২.৫.১.৪. ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান

১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ২২১(৬) ধারায় অভিযোগের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, অভিযোগ ইংরেজিতে অথবা আদালতের ভাষায় লেখা হবে। ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে, তদন্তের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ প্রত্যেকটি সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় নিজে লিখে নেবেন। সাক্ষীর সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় দেওয়া হলে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ তা নিজ হাতে উক্ত ভাষায় লিখে নেবেন এবং আসামি ইংরেজি ভাষা না জানলে বা আদালতের ভাষা ইংরেজি না হলে আদালতের ভাষায় উক্ত সাক্ষ্যের একটি অনুমোদিত অনুবাদ নথির অংশরূপে গণ্য হবে।"

৩৫৭ ধারায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার ভাষা বিষয়ে বলা আছে। এ ধারা মোতাবেক ম্যজিস্ট্রেট ও দায়রা জজ জবানবন্দি ইংরেজি বা আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে পারে। ৩৬০(৩) ধারায় বলা হয়েছে, সাক্ষী যে ভাষায় সাক্ষ্য দিয়েছে, তা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হলে এবং সাক্ষী তা বুঝতে না পারলে, সেক্ষেত্রে যে ভাষায় সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে সে ভাষায় বা যে ভাষা সে বুঝতে পারবে সে ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে। ৩৭১ ধারায় আছে যে, আসামি আবেদন করলে রায়ের একটি নকল তার নিজের ভাষায় বা আদালতের ভাষার একটি অনুবাদ তাকে দিতে হবে। ৩৭২ ধারা মোতাবেক মামলার মূল রায় আদালতের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তা আদালতের ভাষায় অনুবাদ করে সংযুক্ত করতে হবে। হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতের ভাষা কী হবে তা এই কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা মতে সরকার নির্ধারণ করতে পারেন। এভাবে ফৌজদারি আদালতে আসামির জবানবন্দি, সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ, তদন্ত ইত্যাদি আদালতের ভাষায় বা ইংরেজিতে ব্যবহারের নিদের্শ দিলেও বাংলা ভাষা শব্দটি একটি বারও উল্লেখ হয়নি।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে আদালতে ভাষা সর্ম্পকে বিভিন্ন ধারায় যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বাংলা ভাষা কথাটি একবারও উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া আদালতের ভাষা বলতে কোন ভাষা বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। আইনানুযায়ী ভাষা সংশ্লিষ্ট বিধান কার্যকর করতে হলে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির অনুযায়ী সরকার এরূপ প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও বাস্তবে এসবের প্রয়োগ লক্ষণীয় নয়।

৩. বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা-পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এ পর্যন্ত কোনো রায় বাংলা ভাষায় হয়নি, তবে হাইকোর্ট বিভাগে কিছু মামলার রায় বাংলা ভাষায় প্রদান করা হয়েছে। নব্বই দশকে উচ্চ আদালতের কতিপয় বিচারপতি বাংলায় রায় প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক হাইকোর্ট বিভাগে বাংলায় রায় প্রদান করে বাংলাদেশের আইনের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। হাইকোর্ট বিভাগে যে সকল বিচারপতি বাংলায় রায় প্রদান করেছেন তারাঁ হলেন– বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক, বিচারপতি এ কে বদরুল হক, বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, বিচারপতি এফ এম জিয়াউল করিম, বিচারপতি আব্দুল আউয়াল এবং বিচারপতি মোঃ আবু তারিক। উচ্চ আদালতে উল্লিখিত বিচারপতিগণের মধ্যে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বাংলায় নজির সৃষ্টিকারী রায় সবচেয়ে বেশি প্রদান করেছেন। হাইকোর্ট বিভাগে বাংলায় প্রদত্ত রায়সমূহ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

এক নজরে হাইকোর্ট বিভাগে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত রায়

(ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর), বাংলাদেশ ল টাইমস (বিএলটি) দি মেইনস্ট্রিম ল রিপোর্টস (এমএলআর), থেকে সংগৃহীত)

বিচারপতির নাম	মামলার পক্ষ	রায়ের তারিখ	প্রকাশকাল
১. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক	নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র (ফৌজদারি রিভিশন মামলা)	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯
২. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বিচারপতি	আব্দুল আজিজ বনাম সেকান্দও আলী এবং অন্যান্য(ফৌজদারি	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১১১-১১৫

বিচারপতির নাম	মামলার পক্ষ	রায়ের তারিখ	প্রকাশকাল
মোঃ হামিদুল হক	রিভিশন মামলা)		
৩. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বিচারপতি এ কে বদরুল হক	আব্দুল রাজ্জাক তালুকদার বনাম রাষ্ট্র (ফৌজদারি রিভিশন মামলা)	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩-৯০
৪. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস	সবুর আলম এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র (ফৌজদারী রিভিশন মামলা)	১৬ জুন, ১৯৯৮	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ১৬-২৩
৫. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক	হাবিবুর রহমান খন্দকার বনাম সেরাজুল ইসলাম খন্দকার (দেওয়ানি রিভিশন মামলা)	২১ জুলাই, ১৯৯৮	ঢাকা ল রিপোর্ট খণ্ড ৫১, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৭-১৪৯
৬. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি এফ এম জিয়াউল করিম	মোক্তার হোসেন বনাম বাংলদেশ ও অন্যান্য বিবাদী (সাংবিধানিক মামলা)	৭ জুন, ২০০৭	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৫৯, ২০০৭, পৃ. ৫৩৫-৫৩৯ বাংলাদেশ ল টাইমস, ভলিয়ম ১৫, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ৩৪৯-৩৫০
৭. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি এফ এম জিয়াউল করিম	এ এইচ এম নুরুল ইসলাম বনাম দুর্নীতি দমন কমিশন গং (দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত মামলা)	৯ আগস্ট, ২০০০	ঢাকা ল রিপোর্ট,খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৪৭২-৪৮০

৮. বিচারপতি এ বিএম খায়রুল হক	মোঃ মতিয়ার রহমান ওরফে মোঃ মতিয়ার রহমান মিয়া বনাম মোসাম্মাৎ আসিয়া খাতুন গং (দেওয়ানি রিভিশন মামলা)	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭	বাংলাদেশ ল টাইমস, খণ্ড ১৫, জুলাই ২০০৭, পৃ.৩১৩-৩১৮
৯. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি সৈয়দ জিয়াউল করিম	ড. শাহ্দ্বীন মালিক, অ্যাড্ভোকেট্ বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য (সাংবিধানিক মামলা)	৪ ও ৫ জুন, ২০০৭	দি মেইনস্ট্রিম ল রিপোর্টস, নভেম্বর ২০০৭, ভলিয়ম-১২, পৃ. ৩৬৯-৩৮৯
১০. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি এফ এম জিয়াউল করিম	অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস এবং অন্যান্য বনাম বিচারপতি এম এ আজিজ এবং অন্যান্য (সাংবিধানিক মামলা)	১২ ডিসেম্বর, ২০০৭	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৫১১-৫৭৩
১১. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি আব্দুল আউয়াল	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট গং বনাম সেক্রেটারী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গং (রিট পিটিশন)	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮	দি মেইনস্ট্রিম ল রিপোর্টস, খণ্ড ১৩, নভেম্বর, ২০০৮পৃ. ৪১৩-৪১৭
১২. বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি আব্দুল আউয়াল	বাংলাদেশ সরকার বনাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গং (মোটর যানবাহনের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রিট মামলা)	১০ মার্চ, ২০০৮	ঢাকা ল রিপোর্ট, খণ্ড ৬০, ২০০৮, পৃ. ৬৯৪-৭০০
১৩.বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বিচারপতি মোঃ আবু তারিক	পীরজাদা সৈয়দ শরিয়তুল্লাহ গং বনাম বাংলাদেশ গং (রিট পিটিশন)	১৩ জুলাই, ২০০৮	দি মেইনস্ট্রিম ল রিপোর্টস, খণ্ড ১৪, জানুয়ারী ২০০৯, পৃ. ১-২৯

স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিবাহিত হলেও উচ্চ আদালতে হাতে গোনা কয়েকটি রায় বাংলায় দেওয়া হয়েছে। তবে নিম্ন আদালতে মামলার জবানবন্দি, সাক্ষ্যের সাক্ষ্য, রায়সহ সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন নিম্ন আদালতের কোনো মামলা উচ্চ আদালতে শুধু ইংরেজিতে রায় প্রদানের কারণে আপিলের রায় সাধারণ জনগণের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

৪. বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা প্রচলনের পথে অন্তরায়

বর্তমানে বাংলাদেশের জমি-জমা বা রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল, বিবাহের কাবিননামা ইত্যাদি বাংলাভাষাতে লিখিত। আইনের অনুবাদ এবং পরিভাষাও অনেকাংশে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আইনজীবীদের অনেকের অনীহার কারণে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত আছে। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের নির্দেশনা মোতাবেক সার্বিকভাবে আদালতে বাংলা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সব অন্ত রায় আছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো –

- ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে অন্য যা-ই থাকুক না কেন, 'এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' ধরণের বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি, বরং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহারের পথ খোলা রয়েছে।
- ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারাকে অকার্যকর করা হয়নি। ১৩৭ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে যে, যে পর্যন্ত সরকার অন্য কোনো নির্দেশ না দেন সে পর্যন্ত হাইকোর্টের অধীনস্ত যে আদালতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, সেই আদালতে সেই ভাষাই প্রচলিত থাকবে। ফলে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার বৈধতা রয়ে গেছে। বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারির আগে আরজি, দরখাস্ত প্রভৃতি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লেখা হতো এবং সেগুলিতে কোনো আপত্তি করা হতো না।
- দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারা অনুসারে সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা মোতাবেক আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার স্থগিত ঘোষণা করে সরকার এ পর্যন্ত কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করেনি। অথচ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা অনুযায়ী সরকার এরূপ প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতাপ্রাপ্ত (আনিছুর, ২০০৩ : ২৯)। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারা অনুযায়ী ভাষা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা না দেওয়ায় আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার বন্ধ হয়নি। সে কারণে ইংরেজি ভাষায় লিখিত আরজি অবৈধ নয়। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির উল্লেখিত ধারাসমূহে 'আদালতের ভাষা' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ স্পষ্ট নয়। আদালতের ভাষা বলতে কোন ভাষা বোঝানো হয়েছে, তা সুস্পষ্ট হয়নি। এমনকি কোনো ধারাতে সুনির্দিষ্টভাবে 'বাংলা ভাষা'রও উল্লেখ, নেই।

- সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারস্-এর ১১ বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মামলার পক্ষগণ আরজি, বর্ণনা ইত্যাদি এবং এফিডেভিট ইংরেজি ভাষায় দাখিল করবে (কামাক্ষা, ২০০১ : ১১)। এ ধরনের বিধান সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হলেও এখনো প্রচলিত আছে।
- পাকিস্তান আমলে প্রণীত হাইকোর্ট বিধিমালা, ১৯৫৮ এখনও প্রচলিত আছে এবং সে বিধিমালার ২য় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১ বিধিতে হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের যে বিধান করা হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। এ বিধিমালা হাইকোর্ট বিভাগে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের কোনো ভিত্তি হতে পারে না, কারণ এটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ আইন বা বিধান কার্যকর থাকতে পারে না (এবাদুল, ২০০৯: *দৈনিক প্রথম আলো*)।
- বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তনের পর আদালতের ভাষা একমাত্র বাংলাই হবে কি না সে বিষয়ে হাইর্কোটে হাসমতুল্লাহ বনাম আজমীরী বিবির মধ্যকার মামলায় (ঢাকা ল রিপোর্ট. ১৯৯২ : ৩৩২) ২৮ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখে রায় প্রদান করা হয়েছে যে, বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও চলবে ।

৫. গ্রহণীয় কিছু পদক্ষেপ

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তী কয়েক দিন ঢাকার রাজপথে বাঙালি মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সে ঘটনার ৪৭ বছর পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। ফলে প্রতি বছর বিশ্বের ১৫৮টি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি ' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা এখনও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিচার ব্যবস্থায় আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এটি অনস্বীকার্য যে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ইংরেজি জানতে হবে কিন্তু তা কখনই বাংলা ভাষার বিনিময়ে নয়। বাংলা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, রাষ্ট্রভাষাও। আবশ্যকীয় সর্বস্তরে এর প্রচলনে সকল নাগরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই সূত্রেই আদালতের ক্ষেত্রে এটি কার্যকরী করা অত্যন্ত জরুরি (আনু, ২০০১ : ৪০)। এ অবস্থায় আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে –

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। সর্বপ্রথম তাই সাংবিধানিক বিধান পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ আইন বা বিধান কার্যকর থাকতে পারে না। তাই পরিপন্থী আইন বা বিধান অকার্যকর করতে হবে।

- ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন এবং প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা চিহ্নিত করে তার সংশোধন এবং প্রয়োজনমতো নতুন আইন, বিধি ও বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের কার্যকরিতার বিধান সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি। এই আইন পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্যই দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এবং এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এরও প্রয়োজনীয় সংশোধন আবশ্যক।
- দেশে সমস্ত আইন বাংলা ভাষায় রচনা ও প্রকাশ করতে হবে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত সকল আইনও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।
- সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলায় আপিল, দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (এবাদুল, ১৯৯৮ : ৩২৫)।
- আইনের বিভিন্ন ধারা, বিধি বা শব্দের ব্যাখার জন্য বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীগণ যে সকর নজিরগ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন, সে সকল গ্রন্থ্ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। আইনের পরিভাষা সমস্যার উত্তরণ ঘটাতে হবে (কামাক্ষা, ২০০১ : ১২)।
- সর্বোপরি বাংলা ভাষা ব্যবহারের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, কারণ মানুষের স্বদেশ চেতনায় ভাষা অন্যতম প্রধান উৎস।

উপসংহার

মাতৃভাষা জাতির আত্মপরিচয়ের সূচক। বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার ইতিহাসও দীর্ঘকালের। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য যে সংগ্রাম, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলপ্রায় একটি ঘটনা। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রয়োগ এদেশের নাগরিকদের একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এ অধিকার ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার সম্পূরক। নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নে বিচার বিভাগকে পালন করতে হয় সক্রিয় ভূমিকা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ৫৭ বছর এবং স্বাধীনতার পর ৩৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তথাপি সুপ্রিম কোর্টসহ বাংলাদেশের সকল আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলন বাধ্যতামূলক করা যায়নি। বিচার ব্যবস্থার সকল বিষয় নাগরিকের বোধগম্য ভাষায় প্রচলন করা হলে আইন সর্ম্পকে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিচারকদের পাশাপাশি আইনজীবীদেরও রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে প্রায় ১৩০ বছর ধরে চলে আসা বিচার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। এখন আকাঙ্খা শুধু এর যথার্থ বাস্তবায়ন। বিচার ব্যবস্থার সর্বত্র বাংলা ভাষার একক ব্যবহার তাই আইনের পূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই অতীব জরুরি। কাজটি যত দ্রুত করা সম্ভবপর হবে, ততই মঙ্গল।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান. ২০০৮. বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি। *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*. খণ্ড-২৬. সংখ্যা-গ্রীষ্ম পৃ: ১-১০

আনু মাহ্‌মুদ. ২০০১. *একুশে ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রীয় থেকে বিশ্বময়*। ঢাকা: সালম বুক ডিপো।

আবদুল করিম. ১৯৯১. বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী। *বাঙালীর আত্মপরিচয়* [সম্পা. সফর আলী আকন্দ] রাজশাহী: ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস)। পৃ: ৬৭-৮৭

কাজী এবাদুল হক. ১৯৯৮. *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

– ২০০৯. উচ্চ আদালতেবাংলা ব্যবহারে বাধা কোথায়?। *দৈনিক প্রথম আলো ২১/০২/২০০৯।*

কামাক্ষা নাথ সেন. ২০০১. আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার। *ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর) জার্নাল*. খণ্ড-৫৩ পৃ: ১১-১২

গাজী শামছুর রহমান. ১৯৯৭. *বাংলাদেশের আইনের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহ্‌ফুজ. ২০০৬. উচ্চ আদালতে শুধুই বাংলা ব্যবহার: আবার কি শহীদ হতে হবে?। *ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর) জার্নাল*. খণ্ড-৫৮ পৃ: ১৮-১৯

নীহার রঞ্জন রায়. ১৪১২. *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। কোলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান. ২০০৫. ভাষা প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী ও জিন্নাহ্‌। *দৈনিক প্রথম আলো* ২০/০২/২০০৫।

মোঃ আব্দুল্লাহ্‌ আল-মাসুম. ২০০৫. অ্যাডামস্‌ রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) ও বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*. সংখ্যা-৮২ পৃ: ১২২-১৩২

মোঃ মাহবুবর রহমান. ২০০৬. *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

মোঃ শফিকুর রহমান. ২০০৬. *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*। ঢাকা : কামরুল বুক হাউস।

রেজোয়ান সিদ্দিকী. ২০০৬. *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*। ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী।

সা কা ম আনিছুর রহমান খান. ২০০৩. বাংলা ভাষা প্রচলন আইন অনুশীলন সমস্যা ও সম্ভাবনা। *ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর) জার্নাল*. খণ্ড-৫৫ পৃ: ২৮-২৯

হাসমতুল্লাহ বনাম আজমীরী বিবি মামলা. ১৯৯২। *ঢাকা ল রিপোর্ট (ডিএলআর)*. খণ্ড-৪৪ পৃ: ৩৩২-৩৩৮

A.B.M. Mafizul Islam Patwari. 2004. *Legal System of Bangladesh*. Dhaka: Humanist and Elhical Association of Bangladesh.

Latifur Rahman. 2005. *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh with Comments & Case-Law*. Dhaka: Mullick Brothers.

V.D. Kulshreshtha. 1987. *Landmarks in Indian legal and Constitutional History*. Lucknow: Eastern Bank Company.

Email Contact: nahid329@yahoo.com